REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১৷৹ টাকা। নগদ মূল্য ৵১০ দুই পয়সা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৴৹ এক আনা।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৹ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶৹ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵৹ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴৹ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হইবে শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

লোহার

কড়ি, বরগা,

এঙ্গেল, করগেট, মটকা, পাটী, বল্ট প্লেট ও ঢালাই রেলিং, পিলার, পাইপ প্রভৃতি উচিত মূল্যে বিক্রয় করি ও ভিঃ পিঃ তে সত্বর মাল পাঠাই।

রঞ্জন এণ্ড কোং

৬৭।৪ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড কলিকাতা

বড়বাজার।

২০শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ১৯শে পৌষ বুধবার ১৩৪০ ইংরাজী 3rd January 1934 | ৩০শ সংখ্যা

এই জনগণ জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু

হিলিংবাম

সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন।

৩৯ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এল-আর সি-পি, এল-আর সি-এস প্রভৃতি উপাধিধারী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠপোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন :—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ-আর-সি, এস, ইত্যাদি ; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, সার্জ্জন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস-এম-ডি-সি-এম, কাপ্তেন এস, এন, চৌধুরী, আই-এম-এস, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, ডাঃ গুহ এম-ডি ইত্যাদি।

মূল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারি ২৷৹, ছোট ১৸৹ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা পুস্তক লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাই।

স্যাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অনেকেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন কর্ম্মযুগ আসিয়াছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি দুষ্ট দোষও স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয় ; দেহ সতেজ হয় ; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া, দাদ, অশ, কাউর, বাত আমবাত সন্ধি কাশি সমস্তই স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাণ্ডো বাজমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲ ; ৩টী একত্রে ৫৷৹ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

১৯শে পৌষ বুধবার সন ১৩৪০ সাল।

রঘুনাথগঞ্জ এম, ই, স্কুল।

৩রা জানুয়ারী বুধবার রঘুনাথগঞ্জ এম, ই, স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ও, এম, রীজ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া স্বহস্তে বালকগণকে পুরস্কার বিতরণ করিয়াছেন। সভায় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রমুখ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। গত কয়েক বৎসর উপর্য্যুপরি এই বিদ্যালয় হইতে একটী না একটী ছাত্র বৃত্তি পাইয়া আসিতেছে। স্কুলটী ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ ও শিক্ষকগণের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

মুর্শিদাবাদ জেলার
মধ্য ইংরাজী বৃত্তি পরীক্ষার ফল।
গুণানুসারে।

রত্নাথ দাস আহিরণ এম, ই, স্কুল, আশুতোষ দাস রঘুনাথগঞ্জ এম, ই, স্কুল, সুধীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী গোবিন্দপুর এম, ই, স্কুল, বদীন্দ্রপত সিং দুগর আজিমগঞ্জ এম, ই, স্কুল, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বোথারা এম, ই, স্কুল।

মুসলমানগণের জন্য বিশেষ বৃত্তি।

মির আসগর আলি আজিমগঞ্জ এম, ই, স্কুল।

অনুন্নত শ্রেণীর জন্য বিশেষ বৃত্তি।

জ্যোতিশচন্দ্র বিশ্বাস পলাশীপাড়া এম, ই, স্কুল।

মানবীর উদরে বানর।

করাচীর নিকট সিওয়ান নামক স্থানে এক গ্রামে একটী স্ত্রীলোকের উদর হইতে দুইটী বানর জন্মিয়াছে। তাহাদের ৬ ইঞ্চি করিয়া লম্বা লেজ আছে। দলে দলে লোক যাইয়া ঐ অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া আসিতেছে।

বোম্বায়ে ছাত্রের আত্মহত্যা।

বোম্বায়ে এক হিন্দু ছাত্র এম-এস-সি পরীক্ষায় ফেল করিয়া সর্ব্বাঙ্গে কেরোসিন তৈল ঢালিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করে। তাহাকে তখনই হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। সে স্বীকার করিয়াছে পরীক্ষায় ফেল করার জন্য সে আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিল।

বাঙ্গালাদেশে চিনি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নেপোলিয়নের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত ভারতের চিনির ব্যবসা উত্তমরূপই চলে। তখনও য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে বহু পরিমাণে চিনি ভারত হইতে রপ্তানী করা হইত। কিন্তু যখন নেপোলিয়নের অন্য দেশ হইতে চিনি পাওয়া বন্ধ করা হইল তখন য়ুরোপে যে সকল সুমিষ্ট শাকসব্জী জন্মে তাহা হইতে চিনি প্রস্তুত করা যায় কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি বৈজ্ঞানিকদিগকে নিযুক্ত করিলেন। এই গবেষণা এবং পরবর্ত্তী কালে চাষের উন্নতির ফলে চিনির জন্য বীটের চাষ দ্রুত বাড়িয়া গেল এবং ফলে ভারতে ইক্ষুর চিনি ব্যবসায়ের ক্ষতি হইতে লাগিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্তও ভারতের প্রায় সকল গ্রামেই এক প্রকার অপরিস্কৃত চিনি যথেষ্ট পরিমাণে তৈয়ারী হইত এবং তাহাতেই গ্রামবাসীদিগের অভাব মিটিয়া যাইত। আমদানী করা চিনি সস্তা হইলেও হিন্দু এবং মুসলমানগণ দেশজাত চিনি পসন্দ করিতেন; কারণ, তাঁহাদিগের এই ধারণা ছিল যে, আমদানী করা চিনি, জীবজন্তুর রক্ত বা হাড় হইতে যে কয়লা হয়, তাহার সাহায্যে পরিস্কৃত। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার ফলে, ভারতীয়রা আমদানী সাদা চিনির সম্বন্ধে তাঁহাদিগের পূর্ব্বসংস্কার ত্যাগ করিলেন এবং দেশজাত দামী চিনি ব্যবহার না করিয়া উহাই ব্যবহার করিতে লাগিলেন। বিদেশী চিনি এত কম দামে বিক্রয় হইত এবং তাহা এত উৎকৃষ্ট ছিল যে, দেশীয় মিঠাই ও সরবতওয়ালাগণ লাভের লোভে সন্দেহ-সংশয় পরিত্যাগ করিল; কেবল পাছে লোকের পূর্ব্বসংস্কারে আঘাত লাগে এই ভয়ে অনেক সময় দেশজাত সাধারণ চিনি মিশাইয়া বিদেশী পরিস্কৃত চিনি ব্যবহার করিতে লাগিল। ইহার ফলে সস্তাদরের পরিস্কৃত চিনি খুব বেশী আমদানী হইতে থাকে এবং দেশী চিনির বিক্রয় কমিয়া যাওয়ায় ভারতীয় কারখানাগুলির বিশেষ অনিষ্ট হয়। যদিও চিনি প্রস্তুত ও পরিস্কৃত করিবার বড় বড় কারখানাগুলির ক্ষতির প্রতিকার করিবার জন্য সরকার প্রথমে কোন উপায় অবলম্বন করেন নাই, তথাপি ভারতীয় চিনি প্রস্তুতকারীদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া সরকারকে অবশেষে ইহার প্রতীকারের উপায় অবলম্বন করিতে হয়।

কেন বাঙ্গালার চিনির ব্যবসায়ের পতন হইল।

দেশী চিনি যাহাতে বিদেশী চিনির সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে তাহার জন্য ব্রিটিশ সরকারের বিশেষ অনুরোধে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার বিদেশী চিনির উপর এক শুল্ক বসান। কিন্তু ইহাতে ভারতের বিশেষতঃ বাঙ্গালার, চিনি ব্যবসায়ের বিশেষ লাভ হইল না; কারণ, বাঙ্গালায় পাট চাষ নূতন প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ইক্ষু চাষের ক্ষেত্রগুলি অধিকার করিতে আরম্ভ করিল। পাটের চাষ বাড়িয়া যাওয়ার ফলে গত ত্রিশ বৎসরে ইক্ষু চাষের জমি এত কমিয়া গিয়াছে যে, পূর্ব্বে যে পরিমাণ জমিতে ইক্ষুর চাষ হইত তাহার অর্দ্ধেক বা অর্দ্ধেকেরও কম জমিতে আজকাল সে চাষ হয়।

বর্ত্তমান অবস্থা।

মোটামুটি বাঙ্গালায় প্রায় ২,০০,০০০ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হয় বলিয়া প্রকাশ। প্রতি একরে ৩৭ মণ গুড় সাধারণতঃ উৎপন্ন হয়। কিন্তু সম্প্রতি ফসল বিষয়ে যে সকল পরীক্ষা হইয়াছে তাহার ফলে দেখা যায় যে, উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বাড়িয়া প্রতি একরে ৫০ মণেরও বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কৃষিবিভাগ উন্নত জাতীয় ইক্ষুর প্রবর্ত্তন করার ফলে এই বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। প্রতি একরে ৩৭ মণ করিয়া গুড় উৎপন্ন হয় ধরিয়া লইয়া হিসাব করিলে দেখা যায়, ইক্ষু হইতে মোট ৭,৪০০,০০০ মণ গুড় পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত খর্জ্জুরবৃক্ষ হইতে প্রায় ২,৮৬৬,০০০ মণ গুড় উৎপন্ন হয়। অতএব মোট গুড়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০,২৬৬,০০০ মণ।

ক্রমশঃ

পুস্তক পরিচয়।

আমরা জঙ্গিপুর মহকুমার মির্জ্জাপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন মণ্ডল রচিত "মায়াদর্শন" নামক একখানা ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ২১০ পৃষ্ঠার কবিতা পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি।

পুস্তকখানি প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্য পাঠ্য। মহাভারত অবলম্বনে ত্রিপদী ছন্দের রকমারী রূপ দিয়া লিখিত। কবি ভাব, ভাষা ও ছন্দের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছেন। ভাষার মধ্যে সাধারণতঃ অপ্রচলিত অনেক দুরূহ শব্দ থাকায় সাধারণ লোকের বুঝিবার পক্ষে একটু কঠিন হইলেও মূল অংশ অবোধ্য হয় নাই। কবির এই প্রথম উদ্যম বলিয়া মনে হয়। লিখিবার ক্ষমতা তাঁহার যথেষ্ট আছে। বঙ্গভাষায় ইঁহার নিকটে সরল ভাষায় লিখিত আরও কাব্য আমরা আশা করি। পল্লীকবির এই প্রথম উদ্যমে উৎসাহ দিবার জন্য এই পুস্তক সাহিত্যোৎসাহী ব্যক্তি মাত্রেরই পাঠ করা উচিত। মূল গ্রন্থ ছাড়া কবির রচিত আরও দশটি কবিতা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কবিতাগুলি বেশ সুপাঠ্য হইয়াছে। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। মির্জ্জাপুর, পোঃ গনকর, মুর্শিদাবাদ এই ঠিকানায় গ্রন্থকারের ও কলিকাতার অন্যান্য পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

নীলামের ইস্তাহার।

চৌকি জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালত।

নীলামের দিন ১৫ই জানুয়ারী ১৯৩৪।

১৩০৮ খাং ডিঃ অমিয়মোহন রায় দিং দেং পূর্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী দিং দাবি ২৯।৬ পং গনকর মৌজে রঘুনাথগঞ্জ ৬ শতকের কাত ৪৲ আঃ ২৫৲

৫২৩ মর্গেজ ডিঃ নাকফুড়ি দাসী দেং জানাব সেখ দিং দাবি ৫৫৮৷৵০ তঃ ও মৌজে জয়রামপুর ২৮৷০ বিঘার কাত ৩২৵২ আঃ ২০০৲

৫২৭ মর্গেজ ডিঃ ৺অমেদকুমারী রুদ্র মৃত্যান্তে ওয়ারিশ কৃষ্ণচন্দ্র রুদ্র দিং দেং কালীপদ দাস দাবি ১৭৮৶০ পং গনকর মৌজে জেঠিয়া ৬৷৷১০ বিঘার কাত ৫৷৵১০ তদন্তর্গত জমি ৩৷০ আঃ ৫৲ ২নং লাট ৯৷৷০৶০ বিঘার কাত ১০৶০৷৷০ আঃ ৮৫৲

৪৬১ মর্গেজ ডিঃ বামাচরণ দাস দেং সেন্তাজ সেখ দিং দাবি ১৭৩/৯ পং সুলতান উজিয়ান মৌজে ভাঙ্গাপাড়া ১৬/২ বিঘার কাত ১৩৵১৫ আঃ ৫০৲

৩৪০ মনি ডিঃ দুর্য্যোধন পাল দেং পুলিমচন্দ্র পাল মৃত্যান্তে তস্য ওয়ারিশ পুত্র লোহা পাল দিং দাবি ৩৪৮৶৯ পং জোয়ার বিরাহিমপুর মৌজে ফতুল্লাপুর ৪৯ শতকের কাত ১৷৵০ তন্মধ্যে ৩৬ শতক জমির কাত ১৲১০ রায়ত স্থিতিবান উক্ত জমির উপরিস্থিত দেওয়ালিয়া ঘর মায় চাল ছাপ্পর নওয়া জিমা সহ ও কুল গাছ ৫ পেড়, কাঁঠাল ২ পেড়, বেল ২ পেড় আঃ ১০৲

৩৪৮ মনি ডিঃ খুদিরাম মণ্ডল দেং সুবল মণ্ডল মৃত্যান্তে তস্য ওয়ারিশ পাগলী মণ্ডলানী দাবি ৯২৷৵৩ পং সুলতান উজিয়ান মৌজে নজিরপুর ৫৯ শতকের কাত ১৷০ রায়ত স্থিতিবান আঃ ১০৲ ২নং লাট পং মুরারীপুর মৌজে নজিরপুর ১-৬৮ শতকের কাত ২৷৷৵০ দেন্দারের ।০ আনা অংশ রায়ত মোকররী আঃ ১০৲ ৩নং লাট পরগণাদি ঐ ।০ আনা জমা রায়ত স্থিতিবান আঃ ২৲

৪৬৫ মনি ডিঃ প্রসন্নকুমার পাল দেং ভূতনাথ ত্রিবেদী দাবি ২৭৷৵০ পং দশহাজারী মৌজে অনুপপুর ৮-৬৫ শতকের কাত ১৫৷৵০ আঃ ২০৲

৫০৭ মনি ডিঃ বিষ্ণুপদ সাহা দেং রসরাজ সাহা দাবি ২১৩৸৬ পং রুকুনপুর মৌজে কালিতলা বাজার /২৷৵০ কাঠার কাত ৩৷৵০ আঃ ২৫৲ দেন্দারের কান্দিনা স্বত্ব।

চৌকি জঙ্গিপুর দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত।

নীলামের দিন ২২শে জানুয়ারী ১৯৩৪।

৬৮৯ খাং ডিঃ রাণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী দেং তারেশচন্দ্র দাস দাবি ১৯৲৩ পং রাজসাহী মৌজে অনুপনগর দিঘরী ১৷৩৷৷০ বিঘার কাত ৩৸৭ আঃ ১৫৲

১১৫১ খাং ডিঃ ঐ দেং তারেশচন্দ্র মিস্ত্রী দিং দাবি ১৪৲৬ পং রাজসাহী মৌজে অনুপনগর দিঘরী ৷৷৩ কাঠার কাত ২।৵৫ আঃ ১০৲

৩৪৮ মর্গেজ ডিঃ ইলু বিশ্বাস দেং দেরাশতুল্লা মৌলবী দাবি ২৭১।৯ পং রাজসাহী মৌজে মহিমাপুর ২৷৷৪৸৵ বিঘার কাত ৫৸/৩৸ আঃ ২০৲ ২নং লাট পরগণাদি ঐ ৸১৸৵০ বিঘার কাত ১৷৷৵০ আঃ ৫৲

৪৪৫ মনি ডিঃ গোপালচন্দ্র সরকার দেং রাজেন্দ্র হাস দিং দাবি ৫০৸৬ পং দশহাজারী মৌজে ভবানীপুর ১-৫ শতকের কাত ৩৵৯ পাই আঃ ১৫৲

জঙ্গিপুর কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী ১৯৩৪।

আগামী ১৯৩৪ সালের ২৮শে জানুয়ারী হইতে ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত চারি দিবস জঙ্গিপুর ম্যাকেঞ্জি পার্কে জঙ্গিপুর কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী হইবে। সকল প্রকার কৃষি ও শিল্প দ্রব্যের জন্য ষ্টল দেওয়া হইবে, কোন ষ্টলভাড়া দিতে হইবেনা। এই সঙ্গে একটী মেলা হইবে, মেলায় নানাপ্রকার গান বাজনা আমোদ প্রমোদ হইবে। প্রদর্শনী ক্ষেত্রে মহিলাদের দেখিবার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইবে। গত বৎসর আশাতীত লোক সমাগম হওয়ায় এবৎসর দর্শকগণের সুবিধার জন্য সকল প্রকার সুব্যবস্থা করা হইবে। ষ্টল গ্রহণকারিগণের সর্ব্ববিধ সুবিধার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা যাইবে।

রায় জ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর, সভাপতি
শ্রীদ্বিজপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীজয়কৃষ্ণ দত্ত, শ্রীহেমন্ত কুমার সরকার, শ্রীশ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী, সেক্রেটারী।
জঙ্গিপুর কৃষি ও শিল্পী প্রদর্শনী কমিটী।

হোমিও ঔষধ! **হোমিও ঔষধ!!**

সস্তায় বিশুদ্ধ—বিশুদ্ধতার জন্য গ্যারাণ্টি।

সাধারণ শক্তি (potency) ৩, ৬, ৩০ প্রতি ড্রাম ৵১৫, ২০০ প্রতি ড্রাম ৵০ মাত্র। উৎকৃষ্ট সুগার, গ্লোবিউল, কর্ক, শিশি ইত্যাদি বিক্রয়ার্থ মজুত আছে।

ডাক্তার শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র দাস (হোমিওপ্যাথ)
প্রাপ্তিস্থান—অটলবিহারী-শাখা-ঔষধালয়।
রঘুনাথগঞ্জ, চাউলপট্টি, (মুর্শিদাবাদ)

টিপসহির কালী

পণ্ডিত প্রেসে পাইবেন।
মূল্য প্রতি কৌটা পাঁচ পয়সা।

ছাদের জন্য

লোহার কড়ি

দরগা, এঙ্গেল, করগেট, বল্টু ইত্যাদি
উচিত মূল্যে বিক্রয় করি।
সত্বর দরের জন্য
পত্র লিখুন।

নিরঞ্জন এণ্ড কোং
প্রোঃ শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
৬৭।৪ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, বড়বাজার,
কলিকাতা।

কলোনিয়াল কুইনাইন কোম্পানীর
"সি, কিউ, সি" কুইনাইন ট্যাবলেট

ভারতের একমাত্র দেশীয় কুইনাইন প্রস্তুতের কারখানা।
কাঁচা মাল, পরিশ্রম, মূলধন সমস্তই ভারতের নিজস্ব। বিস্তারিত বিবরণ ও দরের জন্য পত্র লিখুন।
সোল ডিষ্ট্রীবিউটার—বসাক ফ্যাক্টরী ৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শিশুদিগের কোমল চর্ম্মে
নিরাপদে ব্যবহার
করা যায়।

ত্বকের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য
সংরক্ষণের অভিনব
প্রসাধন দ্রব্য

রেডিয়ম স্নো

ত্বকের উপর অদৃশ্যভাবে অতি সূক্ষ্মতর আবরণরূপে লাগিয়া থাকে। গ্রীষ্মজনিত কষ্ট এবং চর্ম্মরোগ হইতে দেহকে রক্ষা করে।

স্বনামধন্যা শ্রীমতী সরলা দেবী বলেনঃ—রেডিয়ম স্নো দেখিতে সুন্দর, ঘ্রাণে সুগন্ধি ও স্পর্শে কোমল। ইহার আকার প্রকারের সৌষ্ঠব বিলাতীর সমতুল। দেশী কারখানায় দেশী লোকের দ্বারা প্রস্তুত হইতেছে—না জানিলে ইহাকে একটী শ্রেষ্ঠ বিলাতী বস্তু বলিয়া ভ্রম হইতে পারে।

(স্বাঃ) শ্রীসরলা দেবী।

প্রস্তুতকারক—
রেডিয়ম ল্যাবরেটরী
কলিকাতা।
ফোন—৩০৬২ বি, বি।

সোল এজেন্টস্—
বসাক ফ্যাক্টরী
৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন—২১৮৩ বড়বাজার।

সব দোকানে পাওয়া যায়।

স্বাস্থ্য ও শক্তি অর্জন করিতে সুরবল্লী কষায়

সেবন করিতে আরম্ভ করুন। সকল বয়সে সকল ঋতুতে ব্যবহার করা যায়।

সেবনে কোন হাঙ্গামা নাই।
৩০ বৎসর পরীক্ষিত।

সুরবল্লী কষায়
ভারতবাসীরপক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সালসা

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ
২৯নং কলুটোলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

বেঙ্গল আয়ুর্ব্বেদিক ওয়ার্কসের

ম্যালেরিয়া এবং সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

নূতন জ্বর ১ দিনে পুরাতন জ্বর ৩ দিনে
আরোগ্য হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—চাঁদমার্কা পাঁচনের জাল ধরা পড়ায় উহার প্রতিকারার্থে শিশির প্যাকিংএর কিছু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। পূর্ব্বে কেবলমাত্র সাদা কাগজে নিয়মাবলী দেওয়া হইত। এখন প্রত্যেক শিশির গায়ে হলুদবর্ণের কাগজে পাঁচন প্রস্তুতের বিবরণ ছবি ও ব্যবহারবিধি এবং আমাদের কুইনাইন ট্যাবলেট, রেডিয়াম স্নো প্রভৃতির বিবরণ ছাপাইয়া পুস্তিকাকারে দেওয়া হইয়াছে। গ্রাহকগণ এখন হইতে বর্ত্তমান প্যাকিং দেখিয়া মাল গ্রহণ করিলে নিরাপদ হইবেন ও খাঁটি জিনিষ পাইবেন।

সোল এজেণ্ট :—

বসাক ফ্যাক্টরী

৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, — কলিকাতা।

যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে

১। অমৃতার্ণব অবলেহ :—এই অবলেহ সেবনে দূষিত রক্ত পরিস্কৃত হয়, শুক্র গাঢ় ও বর্দ্ধিত হয়। দেহকে বলিষ্ঠ এবং কান্তিযুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা দূর করতঃ শরীরের অতিরিক্ত উত্তাপ হ্রাস করে এবং স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ টাকা।

সকল সম্পদের সার, স্বাস্থ্যের শ্রেষ্ঠ পুস্তক "কামশাস্ত্র" পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে ও বিনা ডাকমাশুলে পাইবেন।

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৮২৭ সালে আবিষ্কৃত

ধবল বা শ্বেতি (শ্বেতকুষ্ঠ)

রোগের অব্যর্থ মহৌষধ ব্যবহার করিয়া অসংখ্য রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে, কেহই নিস্ফল হয় নাই। যে অঙ্গে যত দিনেরই রোগ হউক সপ্তাহে লাল হইয়া ক্রমে নির্দ্দোষ স্থায়ী আরোগ্য হয়, পুনরাক্রমণের কোন আশঙ্কা থাকে না। ঔষধে কোন দুর্গন্ধ বা বিষাক্ত পদার্থ নাই। মূল্য তৈল ও চূর্ণ ২॥০ টাকা।

বসু এণ্ড সন্স

১০।১এ, বকুলবাগান ১ম লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা।

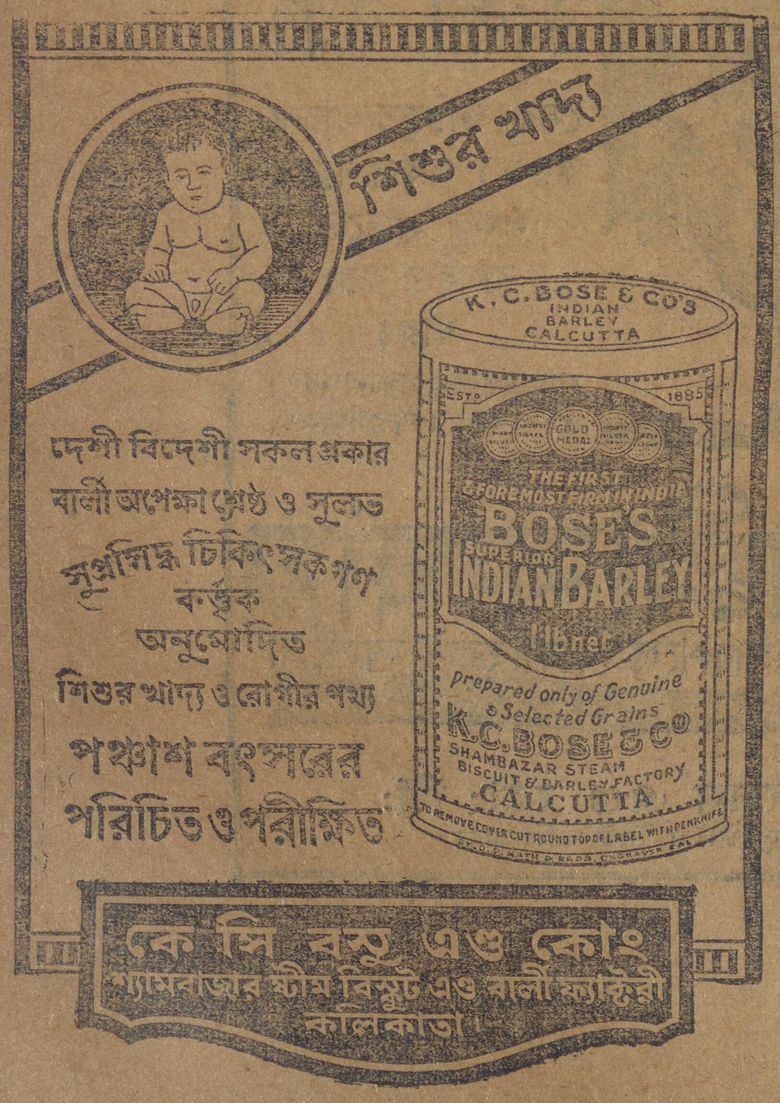

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ॥৵০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৵০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১॥০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ॥০ আট আনা, মাশুলাদি ।৶০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটিবাজার, কলিকাতা।

পরীক্ষিত ঔষধাবলী

কস্টিক

বসন্তের প্রতিষেধক।
পেপ—অজীর্ণে ও অম্লে।
বিস—হিষ্টিরিয়ার ঔষধ।
লুং—হাঁপানীর উপকারী।
হর—চুলকানি ও চর্ম্মরোগে।
মূল্য প্রতি ড্রাম ।০ আনা।

সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর।

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র অপেরীণ ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, ফোড়া, কাকবিড়ালী, ঠুন্‌কা, মুখের ব্রণ, পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী কর্ণমূল প্রভৃতি যন্ত্রণা-প্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲, ডজন ১২৲ মাত্র।

দামোদর সুধা

ইহা সেবনে ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর, নূতন পুরাতন জ্বর, পালা ও কম্প জ্বর, পিত্তশ্লেষ্মার জ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বর অতি সত্বর আরোগ্য হয়। ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত ব্যক্তি লিভার ও প্লীহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ন্যাবা, শোথযুক্ত জীর্ণ শীর্ণ এমন কি অস্থি চর্ম্মসার হইয়াও এই দামোদর সুধা ব্যবহারে নিত্যই আরোগ্যলাভ করিতেছেন। মূল্য ॥৵০ প্লীহার মালিষ সমেত ১৲

ফেরোকল—যাবতীয় গণোরিয়া (মেহ, প্রমেহ) রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। আজকাল প্রায় অধিকাংশ যুবক যুবতী এই রোগে আক্রান্ত হইয়া যৌবনে বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হন, এবং নানাপ্রকার যন্ত্রণায় মর্ম্মপীড়া ভোগ করেন এমন কি অনেকে জীবনে হতাশ হইয়া থাকেন। ইহা ব্যবহারে উক্ত যন্ত্রণা প্রস্রাবে জ্বালা ও পুঁজ ২।৩ দিনে আরোগ্য করে। একটী পিচকারীসহ প্রতি শিশি মূল্য ১॥০ উক্ত ঔষধ সমুহ ভিঃ, পিতে লইলে মাশুলাদি স্বতন্ত্র লাগে।

সোল প্রোঃ **ডাঃ বি, রায় এণ্ড কোং, কেমিষ্টস**

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা।

এজেণ্টস—
এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
কলিকাতা।

সন ১৩৪০ সালের ক্যালেণ্ডার বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।